সেতারা হাসেমের প্রতি!

পূজনীয়া সেতারা হাসেম,

এই চিঠি না লিখলেও হত। লিখছি শুধু আপনার জন্যে নয়, আরো অনেক বাঙালী মার্ক্সবাদীর জন্য। যারা একাধারে মার্ক্সবাদী এবং ধার্মিক। মার্ক্সবাদের সিদ্ধান্তগুলি নারায়ন শীলার মতো পুজো করছেন। এরমধ্যে আমার বাবা,কাকা মামারাও আছেন।

প্রথমেই জানিয়ে রাখি, আপানার ওই বইটি –দাস ক্যাপিটাল ছোটবেলা থেকেই সর্বত্র দেখছি। 'দাস' জার্মান শব্দ–মানে 'The'. তাই ইংরাজীতে 'The Capital' । ওটা আমার ভুল নয়, জার্মান ভাষা জানার দোষ!!

আমার বাবা আদি মার্ক্সবাদী–কাজ করতেন মুজফফর আহমেদ, প্রোমদ দাশগুপ্তদের সাথে, যখন ভারতের কমুনিউস্ট আন্দোলন, CPM,CPI এবং CPI (ML) এ ভাঙেনি। ভাঙানের পর, উনারা গঠন করলেন CPM, যা আজ ত্রিশ বছর ধরে পশ্চিম বঙ্গে ক্ষমতাসীন। যাইহোক ১৯৬৭ সালে সিপি এম করা ছিলো কঠিন কাজ, একাধারে কংগ্রেস এবং নক্সালদের হাতে মার খাওয়া। ফলে উনারা অনেকেই পালিয়েছিলেন প্রান বাঁচাতে। মুর্শিদাবাদ জেলায় সিপি এমের প্রতিষ্টা করেন আবদুল বারী সাহেব এবং আমার বাবারা। ১৯৭৭ এ সিপি এম ক্ষমতাই আসার পর তার মোহভঙ্গ হল। বারীকাকু শিক্ষা মন্ত্রী হয়ে ছিলেন–তারো মোহভঙ্গ হলো ১৯৮৬–৮৭ তে।

এতেব বুঝতেই পারছেন ছোটবেলায় আমার বাড়ীর পরিবেশ ছিল বামপন্থী। প্রতিবেশীদের মধ্যেও ছিলেন সিপিমের বড় বড় নেতারা। মার্ক্স এঙ্গেলসের ব ইয়ের কোনো অভাব ছিলো না। আবার পদার্থ বিদ্যা–রসায়নেরেও কোন অভাব ছিলো না। মা ছিলেন পদার্থ বিদ্যার শিক্ষিকা। দাস ক্যাপিটাল কিছু বুঝতাম না, নিউটন অনেক সহজগম্য হল। তাই নিউটনকেই জীবন সঙ্গী করলাম। দাস কাপিটাল পড়েছি অনেক পরে, অর্থ নীতির প্রাথমিক পাঠের পর।

একথা সত্য যে এলিট শিক্ষাস্থানগুলিতে পড়াশোনা করায়, আপনার মতন ছাত্র আন্দোলন করা হয় নি। কারন ছাত্র রাজনীতি এই সব শিক্ষায়তনে নিষিদ্ধ। তবে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলাম–রাজনীতি করতে নয়, মেদিনীপুরের গরীব ছাত্রদের পড়াতে। আমার ৭০% ছাত্র একবেলা খেয়ে থাকত। ওরা কখোনো প্রশ্ন করেনি স্যার আমরা একবেলা খেয়ে আছি কেন? প্রশ্ন করত আকাশ কেন নীল? গাছের র ং সবুজ কেন? আমিও শ্রেনী তত্ত্ব নিয়ে ওদের সাথে কখোনো আলোচনা করি নি, বিজ্ঞানীর মত্র ভাবতে শিখিয়েছি শুধু।

এখন আমেরিকাতে আমার কাজ আরো আবিষ্কার করে পুঁজির বৃদ্ধি। আমর বোনাসও আমার আবিষ্কার থেকে পুঁজির বৃদ্ধি হল কিনা তার উপর নির্ভরশীল! পুঁজিকে অস্বীকার করে যাই কোথায় বলুন? আপনার মতন হতে পারলাম কোথাই? পুঁজিবাদী সুযোগ সুবিধা নিয়ে, পুঁজিবাদকেই গালাগাল অকৃতজ্ঞতার কাজ। হিপোক্রাসি। পুঁজিবাদের সমালোচনা, এর অমানবিকতা নিয়ে লিখে চলেছি। কিন্তু আমেরিকায় বসে পুঁজির সুযোগ নিয়ে সমাজতন্ত্রে র খোয়াব দেখতে আপনিই পারেন। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস থাকলে, আপনার আমার উচিৎ নিজেদের দেশে ফিরে গিয়ে গরীবদের সাথে কাজ ক রা। ই ফোরামে সমাজতন্ত্রের নামে ইসলাম কে প্রতিষ্টা করা নয়।

আপনি যেটাই বিশ্বাস করেন সেটা মার্ক্সবাদ নয়–এক ধরনের 'আদর্শবাদ', যার সম্মন্ধে মাও লিখেছিলেন –এরা আসলে স্বপ্নবাদী। ইতিহাসের জ্ঞানের অভাবেই, এই ধরনের আদর্শবাদ তৈরী হয়।

এবার আপনার এই আদর্শ বাদে র কথায় আসি (আবার বলি, আপনার এই আদর্শবাদ মার্ক্সবাদ নয়)। প্রথমে আসি মর্গানের নৃবিদ্যায়। প্রায় দেড়শো বছরের পুরানো অলীক কল্পনা। ১০,০০০ বছরের পুরোনো মানুষের ফসিল, বছরে হয়ত একটা পাওয়া যায়। শিলার মধ্যে বিশেষ ভাবে রক্ষিত না থাকলে, ফসিল নষ্ট হয়। এই জন্য ১০,০০০ বছর আগে মানুষ বা তার সমাজ কি রকম ছিল, তা সবটাই কল্পনা। আরো অনেক ফসিল পাওয়া গেলে, মানুষের বিবর্তন মোটামুটি জানা যাবে। মর্গানের নৃবিজ্ঞান বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গীতে যতনা বিজ্ঞান তার থেকে বেশী কবির কল্পনা। মার্ক্সবাদের সমস্যা কম। মার্ক্স কি সিদ্ধান্তে এলেন, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথাও কম। মার্ক্সবাদ সিদ্ধান্তে নয়, পদ্ধতিতে।

আপনি সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করেন। কি ভাবে সিদ্ধান্তে আসা হল, সেটা আপনি মর্গান বা মহম্মদের উপর ছেড়ে দিচ্ছেন। আমি পারি না। কারন, সিদ্ধান্তে কি ভাবে পোঁছাচ্ছি সেটাই বিজ্ঞান।

আরাফাত এবং পিলও নিয়ে আপনার ব ক্তব্য প্রলাপ। আমি,'মাও এবং গান্ধী' প্রবন্ধে লিখেছিলাম পি এল ও, প্রথমে চে আর মহম্মদ উভয়েই বিশ্বাস করত। আরাফতের হাতে তার অনেক সহকর্মী খুন হয়। পি এল ও তে কখোনোই গনতন্ত্র ছিলো না। হামাস তৈরী হওয়ার পর পি এল ও থেকে বামপন্থী আদর্শ লুপ্ত। কেন? আরাফতের ভয় ছিল, হামাস ইসলামের উপর ভ র করে অনেক বেশী জনপ্রিয় হবে। তাই চে থেকে মহম্মদে নেমে এলেন আরাফত। অনেকটা আপনার মতন। এছাড়া ইসলামিক দেশগুলির সমর্থনের প্রশ্নতো আছেই। তবে শেষ রক্ষা হল না। হামাস এবার ২/৩ অংশ ভোট পেয়েছে। ইসলাম প্যালেস্টাইন আন্দোলনকে হাইজ্যাক করেছে। আপনার মতন পন্ডিতলোক অস্বীকার করতে পারেন সে কথা?

আপনি লিখছেন আমি রামকৃষ্ণবাদী–সুদ্ধ সাম্প্রদায়িক। আমি রামকৃষ্ণ মিশনে পড়েছি মাত্র, রামকৃষ্ণবাদী নয়। তবে রামকৃষ্ণকে সাম্প্রদায়িক বললেও প্রতিবাদ করব। রামকৃষ্ণ মিশনে, রামকৃষ্ণ, বিবেকান্দের সাথে একই প্রার্থনাগৃহে কাবার সামনেও প্রার্থনা করতাম আমরা। কেনো জানেন? রামকৃষ্ণর, সুফী গুরু ছিলো। ইসলামের সাধনা করেছেন প্রায় দুই বৎসর। সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, সুফী এবং উপনিষদ একই দর্শন।
দেখাতে পারবেন কোন মসজিদে হিন্দু প্রার্থনা হয়? যতক্ষন মুসলমানরা এটা না করে দেখাতে পারছে, রামকৃষ্ণকে সাম্প্রদায়িক বলার কোন মুখ তাদের নেই। সুফী ইসলাম আর উপনিষদের হিন্দু দর্শনযে হুব হু এক, আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি, দর্শন বিশ্লেষন করে। ধর্ম কি এবং কেনো প্রবন্ধে যখন ইসলামের উপর লিখবো, পড়ে দেখবেন।

আমার এক দাদু ছিল। পন্ডিত দাদু–দর্শন শাস্ত্রে তার অগাধ পান্ডিত্য। শেষ বয়সে সকাল বেলায় উঠে দু ঘন্টা গীতা পড়তেন। দুপুর হতে শুরু হত ছেলে মেয়ে, বৌমাদের উদ্দেশ্যে তার গালাগালি। একদিন দাদুকে বললাম গীতা পড়ে এত গোবর ছেটাও কেন? দার্শনিক দাদু বললেন, স ংসারে নিজের অস্তিত্ব বোঝাতে এটা করতে হয়। পরে ম্যানেজমেন্টের ক্লাশে, একই কথা বলেছিলেন অধ্যাপক ত্রিবেদী। বোঝাই যাচ্ছে বয়সের ভারে আপনি অস্তিত্বের সংকটে ভুগছেন। তাই সৃজনশীল লেখার থেকে গোবর ছেটানোই আপনার উৎসাহ বেশী। হয়ত বয়স কালে আমারো একই হাল হবে।

ভারতবর্ষে আমাদের প্রজন্ম, তার দেশকে হৃত গৌরব ফিরিয়ে দিয়েছে। আমরা এখন নতুন প্রযুক্তির জন্য, আমেরিকা, ইউরোপের সাথে প্রতিযোগিতায়। আমেরিকার নব্য পুঁজিপতিদের অধিকাংশ ই আই আই টি র ছাত্র। সাথে কি বিল গেটস বলেছেন, সস্তার শ্রম না, সৃজনশীলতার জন্যই পুঁজি ভারতমূখী। এর পেছনে কারা? থমাসফ্রীডম্যান লিখছেন-২৩ থেকে ৩৩ বছরের যুবক যুবতীরা! পুঁজীবাদের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে!

আপনাকে ইসলামিস্টদের সাথে একাসনেই বসাতে হচ্ছে। দুর্ভাগ্য আমার, যে আপনার মতন কৃতবিদ্যকে ইসলামিস্ট বলতে হচ্ছে। কি করব বলুন উপনিষদ বলছে-'তৃত ভাম অসি', আপনি যা ভাবেন, আপনি আসলে তাই।

এমন কিছু লিখুন, যাতে আমি এই ভুল স্বীকার করতে বাধ্য হই। আমিই খুশী হব বেশী।

-প্রনামান্তে নিবেদন
বিপ্লব